দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিকে বাধ্যতামূলক করা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি সরকারী উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে ১৯৯৪ সাল থেকে কৃষি বিষয়কে দেশের মাধ্যমিক স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ এখনও আসছে কৃষি থেকে। সরকার তার উপরোক্ত কাজের সপক্ষে এই যুক্তি হয়তো দেবেন যে, উৎপাদনের প্রধান এই খাতটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রতিটি শিক্ষার্থীর উচিত। সেজন্যই কৃষি আর ঐচ্ছিক নয়, এখন থেকে এটা আবশ্যিক হিসেবে পড়তে হবে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একটি প্রশ্ন সরাসরি জড়িত। সেটি হল, চলতি অর্থবছরের মধ্যভাগে এসে এবং তারচেয়েও বড় কথা, আগামী শিক্ষাবছর শুরুর একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে হঠাৎ করে সরকার যে একটা বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিলেন, তার মোটামুটি প্রস্তুতিও রয়েছে কিনা।

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে যদি সত্যি সত্যিই কৃষি পড়ানো শুরু করতে হয়, তবে দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একেবারে কম করে হলেও ২ জন করে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে কি করে এতো শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে? কোন্ যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ করা হবে? কোথেকে মিলবে তারা? সরকারের এই হঠাৎ সিদ্ধান্তের ফলে দেশব্যাপী মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে বহু শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হল, এটা দেশের শিক্ষিত বেকারদের জন্য সুখবর। কিন্তু যে শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হল, শিক্ষক না পেলে তাদের দশা কি হবে? তখন হয়তো দেখা যাবে, অংকের কিংবা বাংলার শিক্ষককে দিয়ে যেনতেনভাবে কৃষি পড়ানো হচ্ছে। শেষতক কোনটাই যথাযথভাবে পড়ানো হবে না।

আরেকটি কথা। পরিষ্কার জানা যায়নি যদিও, তবু মনে হয় কৃষির মোট নম্বরের কিছু অংশ প্র্যাকটিকাল-এর জন্য বরাদ্দ থাকবে। বিষয়টির চরিত্র অনুযায়ী এমনটি থাকবার কথা। কিন্তু তার জন্যও তো প্রস্তুতি নেয়া দরকার। জমি চাই। সরঞ্জাম চাই। প্রয়োজনীয় আরও অনেক মাল-মসলা চাই। এসব কোথেকে, কিভাবে, কতো দিনের মধ্যে মিলবে, তার কোন দিক-নির্দেশনা এখনও মেলেনি। কেবল সিদ্ধান্তই সার।

সবশেষে আরেকটি বিষয় গুরুতর বিবেচনার দাবি রাখে। সেটি হল, এই যে একের পর এক ঐচ্ছিক বিষয়গুলোকে আবশ্যিক করে শিক্ষার্থীদের ঘাড়ের ওপর চাপানো হচ্ছে, তার ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে? সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক মহলে এ সংক্রান্ত কোন চিন্তা বা মনোযোগী তৎপরতা রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আবশ্যিক বিষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বাংলা, ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস—এসব বিষয়ে ধাপে ধাপে যথেষ্ট জেনে অগ্রসর হবার মূল স্রোতধারাটি ব্যাহত হয়ে শেষ পর্যন্ত লেজে-গোবরে অবস্থা না দাঁড়ায়, সে উদ্বেগ আমাদের রইল।

তড়িঘড়ি করে ইলেভেন্থ আওয়ারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভেতর দিয়ে আর যাই প্রকাশ পাক, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শেখানোর দায়িত্বজ্ঞান ও সদিচ্ছা যে প্রকাশ পায়নি, একথা দায়িত্ববান সকলেরই মনে হবে।